ঈমান (বিশ্বাস)

৮. ইবন 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল-এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. সলাত কায়িম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হাজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমাযানের সিয়ামব্রত পালন করা। (৪৫১৪; মুসলিম ১/৫ হাঃ ১৬, আহমাদ ৬০২২, ৬৩০৯) (আ.প্র. ৭, ই.ফা. ৭)

১০. 'আবদুল্লাহ ইব্নু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, সে-ই মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ এবং সে-ই প্রকৃত মুহাজির, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা যে ত্যাগ করে। (৬৪৮৪; মুসলিম ১/১৪ হাঃ ৪০, আহমাদ ৬৭৬৫) (আ.প্র. ৯, ই.ফা. ৯)

১২. 'আবদুল্লাহ্ ইব্নু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা অচেনা সকলকে সালাম দিবে। (২৮, ৬২৩৬; মুসলিম ১/১৪ হাঃ ৪২, আহমাদ ৬৭৬৫) (আ.প্র. ১১, ই.ফা. ১১)

১৩. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে। (মুসলিম ১/১৭ হাঃ ৪৫, আহমাদ ১২৮০১, ১৩৮৭৫) (আ.প্র. ১২, ই.ফা. ১২)

১৫. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই। (মুসলিম ১/১৬ হাঃ ৪৪, আহমাদ ১২৮১৪) (আ.প্র. ১৪, ই.ফা. ১৪)

১৬. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে ঃ ১। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া; ২। কাউকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসা; ৩। কুফ্রীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপছন্দ করা। (২১, ৬০৪১, ৬৯৪১; মুসলিম ১/১৫ হাঃ ৪৩, আহমাদ ১২০০২) (আ.প্র. ১৫, ই.ফা. ১৫)

১৮. 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত যিনি বাদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল 'আকাবার একজন নকীব 'উবাদাহ ইব্নুস সামিত বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল -এর পাশে একজন সহাবীর উপস্থিতিতে তিনি বলেন ঃ তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহ্র সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট রয়েছে। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হলো এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফ্ফারা। আর কেউ এর কোন একটিতে লিপ্ত হয়ে পড়লে এবং আল্লাহ্ তা অপ্রকাশিত রাখলে, তবে তা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে মার্জনা করবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম। (৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৩৯৯৯, ৪৮৯৪, ৬৭৮৪, ৬৮০১, ৬৮৭৩, ৭০৫৫, ৭১৯৯, ৭২১৩, ৭৪৬৮; মুসলিম ২৯/১০ হাঃ ১৭০৯, আহমাদ ২২৭৪১) (আ.প্র. ১৭, ই.ফা. ১৭)

২২. আবূ সা'ঈদ খুদরী হতে বর্ণিত। নাবী বলেছেন ঃ বেহেশতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মালাকদের বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম হতে বের করে আনো। তারপর তাদের জাহান্নাম হতে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের বৃষ্টিতে বা হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক (রহ.) শব্দ দু'টির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন] নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন নদীর তীরে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। তুমি কি দেখতে পাও না সেগুলো কেমন হলুদ বর্ণের হয় ও ঘন হয়ে গজায়? উহাইব (রহ.) বলেন, 'আমর (রহ.) আমাদের নিকট الْحَيَا এর স্থলে لْحَيَاةِ এবং خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ এর স্থলে خَرْدَلٍ مِنْ خَيْرٍ বর্ণনা করেছেন। (৪৫৮১, ৪৯১৯,৬৫৬০,৬৫৭৪,৭৪৩৮,৭৪৩৯; মুসলিম ১/৮২ হাঃ ১৮৪) (আ.প্র. ২১, ই.ফা. ২১)

২৫. ইব্নু 'উমার হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল বলেন ঃ আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন **উপাস্য নেই** ও মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল, আর সলাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা **যদি এগুলো করে,** তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো; অবশ্য **ইসলামের বিধান অনু**যায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার **আল্লাহ্র উপর অর্পিত। (মুসলিম** ১/৮ হাঃ ২২) (আ.প্র. ২৪, ই.ফা. ২৪)

২৬. আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল -কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ 'আমলটি উত্তম?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।'* জিজ্ঞেস করা হলো, 'অতঃপর কোন্টি?' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা।' প্রশ্ন করা হল, 'অতঃপর কোনটি?' তিনি বললেন ঃ 'মাকবূল হাজ্জ সম্পাদন করা।'' (১৫১৯; মুসলিম ১/৩৬ হাঃ ৮৩) (আ.প্র. ২৫, .ফা. ২৫)

২৯. ইব্‌নু 'আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, 'তারা কি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেন ঃ 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়।' তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহ্‌সান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, 'আমি কক্ষণো তোমার নিকট হতে ভালো ব্যবহার পাইনি।' (৪৩১,৭৪৮,১০৫২,৩২০২,৫১৯৭; মুসলিম ৮/১ হাঃ ৮৮৪, আহমাদ ৩০৬৪) (আ.প্র. ২৮,ই.ফা. ২৮)

৩২. 'আবদুল্লাহ্‌ (ইব্‌নু মাস'উদ) (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের **ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি"**– (সূরাহ্‌ আন্'আম ৬/৮২)। এ আয়াত নাযিল হলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সহাবীগণ বললেন, **'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুল্‌ম করেনি?'** তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ **"নিশ্চয়ই শির্‌ক হচ্ছে অধিকতর যুল্‌ম"**– **(সূরাহ্‌ লুকমান ৩১/১৩)**। (৩৩৬০ ৩৪২৮, ৩৪২৯, ৪৬২৯, ৪৭৭৬, ৬৯১৮, ৬৯৩৭; **মুসলিম ১/৫৬ হাঃ ১২৬, আহমাদ ৪০৩১) (আ.প্র. ৩১, ই.ফা. ৩১)**

৩৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'আম্‌র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে **বিদ্যমান সে হচ্ছে খাঁটি** মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে, তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত **তার মধ্যে মুনাফিকের** একটি স্বভাব থেকে যায়। ১. আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে; ২. কথা বললে **মিথ্যা** বলে; ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে; এবং ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীলভাবে গালাগালি দেয়। শু'বা **আ'মাশ** (রহ.) থেকে হাদীস বর্ণনায় সুফইয়ান (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (২৪৫৯,৩১৭৮; মুসলিম ১/২৫ **হাঃ** ৫৮, আহমাদ ৬৭৮২) (আ.প্র. ৩৩, ই.ফা. ৩৩)

৪৮. যুবায়দ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবূ ওয়াইল (রহ.)-কে মুরজিআ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, "আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'উদ) আমার নিকট বলেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (৬০৪৪,৭০৭৬; মুসলিম ১/২৮, হাঃ ৬৪, আহমাদ ৩৬৪৭) (আ.প্র. ৪৬, ই.ফা. ৪৬)

৫২. নু'মান ইব্‌নু বশীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র রসূল -কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্‌ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর। (২০৫১; মুসলিম ২২/২০ হাঃ ১৫৯৯, আহমাদ ১৮৩৯৬, ১৮৪০২) (আ.প্র. ৫০,ই.ফা. ৫০)